দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 APR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষক বটে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কাজী ... ও লাঞ্ছিত হয়েছেন তারই একজন সহকর্মীর হাতে। প্রহার ... হচ্ছেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ... ডঃ গোলাম হোসেন। পত্রপত্রিকার খবরে জানা যায়, ডঃ হোসেন তার ... সংক্রান্ত একটি ফাইল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনস্থ অফিসে যান এবং ওই ফাইলে দস্তখত দেয়ার জন্য উপাচার্যকে পীড়াপীড়ি করেন। উপাচার্য রাজি না হলে কথা কাটাকাটি শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে ডঃ হোসেন হাতের ফাইল দিয়ে উপাচার্যকে আঘাত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ডঃ গোলাম হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন এবং রেজিস্ট্রার স্থানীয় থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষক সম্পর্কে কি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিংবা মামলার ফল কি হবে সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু এ ধরনের একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে পারে এটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়। শিক্ষকরা শুধু ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন নন, গোটা সমাজেরই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু এই শ্রদ্ধা নিছক পদাধিকারবলে মেলে না, অর্জন করতে হয় চরিত্র ও আচরণবলে। আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজের এ ব্যাপারে বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। শিক্ষকরা ছিলেন এক কথায় বলতে গেলে জ্ঞানতাপস। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করলেও চরিত্র ও পান্ডিত্যবলে তারা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয়। আজকে মূল্যবোধের এই চরম অবক্ষয়ের দিনে প্রতিটি শিক্ষকের মধ্যে এক একজন জ্ঞানতাপস খুঁজে বেড়ানো হয়ত বাতুলতা, কিন্তু একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের কাছ থেকে সভ্য ভদ্র শালীন ও মার্জিত আচরণটুকু আশা করাও কি বেশি চাওয়া?

খবরে প্রকাশ, ডঃ হোসেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই অন্যদের ডিঙ্গিয়ে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন। নির্বাচনী কমিটি তাকে সুপারিশ করেনি, তবু উপাচার্যের কাছে পদোন্নতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে যাওয়াই অসদাচরণের সামিল। তার উপর উপাচার্যকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করা তো রীতিমত জঘন্য অপরাধ। এ ধরনের উগ্র স্বভাবের লোক আর যে পেশার যোগ্য হোক, শিক্ষকতার মতো একটি পেশার জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য। ছাত্রদের তিনি কি শেখাবেন, তাদের সামনে কোন্ মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন? তরুণ ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতার আমরা নিন্দা করি, কিন্তু শিক্ষকদের চরিত্রই যদি এই হয় তাহলে ছাত্রদের দোষ দেয়া বৃথা নয় কি?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে তাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু তা হয়ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দিনে দিনে যে ক্লেদ জমেছে, এটা তারই একটা সামান্য উদ্‌গীরণ মাত্র। এখনও প্রতিকারে উদ্যোগী না হলে আরও বড় ধরনের বিস্ফোরণের জন্য তৈরি থাকতে হবে।